দৈনিক বাংলা

36

তারিখ 27 Feb 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দৈনিক বাংলা
ঢাকা ঃ মঙ্গলবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৯৬ঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০

ক্যাম্পাসে আর কত মৃত্যু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য বন্দুকযুদ্ধে রোববার প্রাণ হারিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও জহুরুল হক হলের ভিপি শহীদুল ইসলাম চুন্নু। বিরদমান দুই দল ছাত্রের গুলিবিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার হলে আহত হয়েছেন আর একজন ছাত্র, গুলিতে আহত হয়েছেন একজন অভিভাবিকা। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দল পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য ভার্সিটি প্রশাসনের ব্যর্থতাও দায়ী।

কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কত রক্তপাত, আর কত অস্ত্রের ঝনঝনানি, আর কত মৃত্যু? এভাবে আর কত সন্তান, কত ছাত্র বেঘোরে প্রাণ দেবে? আর কতবার শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন কলুষিত হবে? এই কিছু দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের একজন আরিফ প্রাণ হারাল। তারপর লিটন। স্বাধীনতার পর থেকে এই হানাহানি বাড়ছেই। বহু সংখ্যক ছাত্রের রক্তে এভাবে বার বার রঞ্জিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রক্তপাত ছাড়া হানাহানি হাঙ্গামাও প্রায় নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের ক্যাম্পাসে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন না। যে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে কোনভাবেই জড়িত নয়, তারও জীবন নিরাপদ নয় ক্যাম্পাসে। সে রকম ঘটনা ঘটেছে রোববারও।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য আজ পর্যন্ত মিটিং সভা কমিটি কম হয়নি। ক্যাম্পাসে বারবার পুলিশও ডাকা হয়েছে। সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য তদন্ত কমিটি হয়েছে। তারা রিপোর্ট দিয়েছে। অস্ত্র উদ্ধারে হলে হলে তল্লাশি হয়েছে, অনেকে গ্রেফতারও হয়েছে, অনেকের ছাত্রত্ব বাতিল করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পরও কেন বন্ধ হচ্ছে না সন্ত্রাস? আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সন্ত্রাস, এই অস্ত্রবাজি, রক্তপাত অসুস্থ রাজনীতির ফল।

দু'টি প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয়ে রোববারের ঘটনার জন্য পরস্পরকে দায়ী করেছে। এই দু'টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি আরও ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে। এই ঘটনার জন্য অন্য একটি বিরোধী জোট ওই দুই প্রধান দলকেই দায়ী করেছেন। এই অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ থেকে কোন সুফল বেরিয়ে আসবে কিনা, আমরা জানি না। কিন্তু আমরা এই হানাহানি আর চাই না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চাই, আমরা এই সন্ত্রাসের অবসান চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এই ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও দোষারোপ করেছে। এই প্রশ্ন একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে তা কি ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ জানতেন না?

বর্তমান সরকার বহু আগেই তাদের ছাত্র সংগঠন বাতিল করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমরা ছাত্রদের সুস্থ রাজনীতির বিরোধী নই। কিন্তু যে রাজনীতি রক্ত ঝরায়, যে রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে, সে রাজনীতি কারও কাম্য হতে পারে না। কারও কল্যাণ করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য পরস্পরের প্রতি দোষারোপ না করে সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানাই। আমরা এই সমস্যার সমাধানের জন্য পুনরায় সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহলকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।